সত্যাগ্রহীর সত্যানুসন্ধান

সত্যাগ্রহীর পোশাকে গান্ধীজী

গান্ধীজী ছিলেন আজীবন সত্যাগ্রহী। সত্যের প্রতি আগ্রহই ছিল তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি। যা তাঁর কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হোত তার জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কোন বাধাই তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। অন্যায়ের প্রতিকার ও মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যাগ্রহের আবিষ্কার নিঃসন্দেহে গান্ধীজীর এক মৌলিক অবদান। চম্পারণ সত্যাগ্রহের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনসমূহ বিষয়ে এই প্রদর্শনীটি হল – ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ সেই মহামানব মহাত্মা গান্ধীর প্রতি গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum Barrackpore

চম্পারণ সত্যাগ্রহ

(১৬ই এপ্রিল - ৬ই অক্টোবর, ১৯১৭)

১৯১৫ সালের ৯ই জানুয়ারী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে এদেশে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংঘটিত হয় ১৯১৭ সালে উত্তর বিহারের চম্পারণে। সেই সময় সেখানকার নীলচাষীদের উপর চলত অকথ্য অত্যাচার। নীলচাষে চাষের জমি যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হত তেমনি এই চাষে প্রাপ্ত নীলচাষীদের লভ্যাংশের অধিকাংশই নীলকর সাহেবদের খাজনা হিসেবে দিতে হোত। নীলচাষীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের নীলচাষে বাধ্য করা হোত। অত্যাচারিত নীলচাষীদের এই শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে জানবার পর গান্ধীজী চম্পারণে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করেন। গান্ধীজী চম্পারণে উপস্থিত হন। পুলিশ তাঁকে সেখান থেকে চলে যাবার নির্দেশ দেয়। গান্ধীজী পুলিশের আদেশ অগ্রাহ্য করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবু তিনি নতি স্বীকার করেননি। শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে কৃষকদের দাবী স্বীকৃত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই সত্যাগ্রহ জয়লাভ করে।

রাজকুমার শুক্লা -
চম্পারণ জেলার সাতওয়াড়িয়া গ্রামের নীলকর সাহেবদের দ্বারা নীপিড়িত এক নীলচাষী, মূলতঃ যার অনুরোধে গান্ধীজীর চম্পারণে আগমন

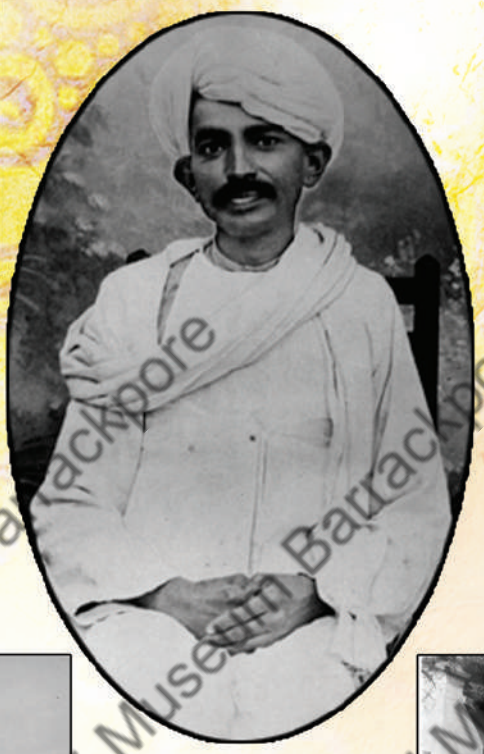

চম্পারণের সত্যাগ্রহীবৃন্দ
ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, অনুগ্রহ নারায়ণ সিং, রামনবমী প্রসাদ ও শম্ভুশরণ ভার্মা

নীলচাষে রত নীলচাষীরা

অইনজীবি গোরক্ষ প্রসাদের বাসভবন -
চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় গান্ধীজী এই বাড়িতে ছিলেন

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum Barrackpore

আমেদাবাদ সত্যাগ্রহ
(২৬শে ফেব্রুয়ারী - ১৮ই মার্চ, ১৯১৮)

বস্ত্রকল শ্রমিকদের একটি জনসভা, আমেদাবাদ, ১৯১৮

আমেদাবাদ সত্যাগ্রহের সূচনা হয় ১৯১৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী এবং পরিসমাপ্তি ঘটে ওই বৎসরেরই ১৮ই মার্চ। বস্ত্রকলের মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বিশেষ ভাতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ফলে শ্রমিকপক্ষ প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তারা মালিকপক্ষের নিকট বেতন বৃদ্ধির দাবী জানায়। কিন্তু মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সেই দাবী অগ্রাহ্য করায় বস্ত্রকলের মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা এক সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। গান্ধীজী মালিকপক্ষের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে শ্রমিকদের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে শ্রমিকপক্ষ অহিংস নীতিতে এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সামিল হন। আন্দোলনে প্রথম পর্যায়ে শ্রমিকরা যথেষ্ট দৃঢ় মনোবলের ও আত্মসংযমের পরিচয় দিলেও পরবর্তী পর্যায়ে তাদের মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হওয়ায় গান্ধীজী অত্যন্ত ব্যাথিত হয়ে অনশন শুরু করেন। এই ঘটনা শ্রমিকদের চেতনাকে পুনরায় জাগ্রত করে এবং তাদের এই আন্দোলন পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা যেকোনরকম কষ্ট সহ্য করবে এই অঙ্গীকারে গান্ধীজীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। শ্রমিকদের এই আচরণ মালিকদের হৃদয় স্পর্শ করে এবং পরিশেষে গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় মালিকপক্ষ শ্রমিকদের দাবী মেনে নেওয়ায় একুশদিন ব্যাপী এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

খেড়া সত্যাগ্রহ
(২২শে মার্চ - ৬ই জুন, ১৯১৮)

১৯১৮ সালে গুজরাটের খেড়া জেলায় অনাবৃষ্টির দরুণ এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই কারণে সেই অঞ্চলের কৃষকেরা সরকারের নিকট খাজনা মুকুব করবার আবেদন জানায়। পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকার কৃষকদের দাবী অগ্রাহ্য করে সেই খাজনা আরও বাড়িয়ে দেন। এই খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে কৃষকেরা গান্ধীজীর পরামর্শে কর দেওয়া বন্ধ করে দেয়। শুরু হয় কৃষকদের উপর পুলিশের নৃশংস অত্যাচার। কিন্তু পুলিশের অত্যাচারেও তাদের মনোবলকে কোনরকমভাবে দমিয়ে রাখা যায়নি। কৃষকদের এই করুণ দুর্দশায় গান্ধীজী স্বয়ং উপস্থিত হন দুর্ভিক্ষপ্রবণ খেড়া অঞ্চলে। আবারও শুরু হয় সত্যাগ্রহীর আর এক অভিনব সংগ্রাম। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কৃষকদের এই অভিনব প্রতিবাদের ফলে সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এই আন্দোলনের দিকে এবং তা আপামর জনসাধারণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশ সরকার এই অহিংস আন্দোলনের ফলে তাদের দাবী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

মহাত্মা গান্ধী, খেড়া সত্যাগ্রহ, ১৯১৮

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum
14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum Barrackpore

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন

(১লা আগস্ট, ১৯২০ - ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২২)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষকে দেওয়া স্বশাসনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যুদ্ধের সময় বলবৎ স্বাধীনতা খর্বকারী আইনগুলি দমন না করে, পরিবর্তে আরো জোরদার করে ভারতবাসীর উপর চাপিয়ে দেয়। ভারতীয় মুসলমানদের সাথেও ব্রিটিশ শাসক বিশ্বাসঘাতকতা করে। তুরস্কের খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করায় মুসলমানরাও ক্ষুব্ধ হয়। গান্ধীজী এতে স্তম্ভিত ও ক্ষুন্ন হলেন। প্রতিবাদে তিনি মুসলমানদের সংগঠন খিলাফত্ কমিটিকে সরকারের সঙ্গে অসহযোগের পরামর্শ দেন। কংগ্রেসও তাঁর অসহযোগের সংগ্রাম পদ্ধতি গ্রহণ করে। সমগ্র ভারতবর্ষে এক গণ অভ্যুত্থানের বীজ ব্যপ্ত হয়। আপামর জনসাধারণ সরকারী স্কুল, কলেজ, বিদেশী দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের সরকারী উপাধি ও কর দিতে অস্বীকারের মাধ্যমে তাদের অসহযোগ ব্যক্ত করে। জাতীয় কংগ্রেস ও খিলাফত্ কমিটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। গান্ধীজী সরকারকে চরম প্রস্তাব দেন যে যদি এই দমননীতি বন্ধ না হয় তাহলে তিনি সর্বভারতব্যাপী আইন অমান্য শুরু করবেন। তবে তাঁর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই এই আন্দোলনে হিংসার প্রতিফলন দেখা দেয়। উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক স্থানে দাঙ্গাকারী জনতা একটি পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন লাগিয়ে ২২ জন পুলিশকর্মীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। এই ঘটনায় প্রচন্ড ব্যথিত হয়ে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

মহিলা সত্যাগ্রহীদের একটি প্রতিবাদী মিছিল

বিদেশী বস্ত্রের অগ্ন্যুত্সব

হরিজন পত্রিকা

(২৯-০৪-১৯৩৯, পৃষ্ঠা : ১০১)

"Although non-cooperation is one of the main weapons in the armory of Satyagraha, it should not be forgotten that it is after all only a means to secure the co-operation of the opponent consistently with truth and justice. The essence of nonviolence technique is that it seeks to liquidate antagonisms but not the antagonists themselves. In non-violent fight you have to a certain measures to conform to the traditions and conventions of the system you are pitted against. Avoidance of all relationship with the opposing power, therefore, can never be a Satyagrahi's object, but transformation or purification of that relationship."

- মহাত্মা গান্ধী

মাদক দ্রব্যের দোকানের সামনে মহিলাদের বিক্ষোভ

গান্ধীজী অমেদাবাদের দায়রা আদালতে বিচারাধীন, ১৯২২

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum Barrackpore

বার্দ্দোলী সত্যাগ্রহ

(১২ই ফেব্রুয়ারী - ৪ঠা আগস্ট, ১৯২৮)

গুজরাটের বার্দ্দোলী অঞ্চলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯২৮ সালে বার্দ্দোলী সত্যাগ্রহ সংঘটিত হয়। বার্দ্দোলীর প্রায় আটহাজার কৃষক এই সত্যাগ্রহে অংশ নেয়। সরকারের অনুমোদনক্রমে কৃষকদের জমির খাজনা ২২ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অযৌক্তিক কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে তারা কর দেওয়া বন্ধ করে। কিন্তু সরকার বলপূর্বক খাজনা আদায়ের সর্বপ্রকার চেষ্টা চালিয়ে যায়। কর আদায়ের জন্য কৃষকদের জমি নিলাম করা হয়, তাদের পোষ্য গরু, মোষ এমনকি তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বহু মানুষকে সরকার গ্রেপ্তার করে। চরমতম অত্যাচার ও প্ররোচনার মুখেও সত্যাগ্রহী কৃষকরা অহিংসভাবেই তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায়। বার্দ্দোলীর কৃষকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে ১৯২৮ সালের ১২ই জুন সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট হয়। অবশেষে সরকার তাদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে এবং আন্দোলনে গ্রেপ্তার বরণকারী বন্দীদের মুক্তি দেয়। কৃষকদের বাজেয়াপ্ত করা সকল দ্রব্যাদি সরকার ফেরত দিতে বাধ্য হয়। উদ্বৃত্ত খাজনা বাতিল করা হয়।

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum Barrackpore

লবণ সত্যাগ্রহ

(১২ই মার্চ, ১৯৩০ - ৬ই এপ্রিল, ১৯৩০)

ডান্ডির পথে ৭৮ জন সত্যাগ্রহী, ১২ই মার্চ, ১৯৩০

ডান্ডি অভিযানে
মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য সত্যাগ্রহীদের পদযাত্রা, মার্চ, ১৯৩০

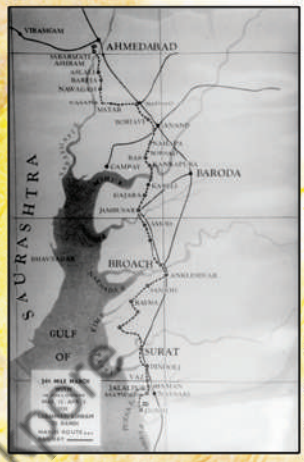

লবণ সত্যাগ্রহের সময়
ডান্ডি অভিযানের যাত্রাপথের মানচিত্র

সত্যাগ্রহীগণের লবণ প্রস্তুতিকরণ, এপ্রিল, ১৯৩০

গান্ধীজী ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ করবার জন্য ডান্ডি যাত্রা করেন। সমুদ্র তীরবর্তী ডান্ডি আমেদাবাদ থেকে প্রায় ২৪০ মাইলের পথ। গান্ধীজী ৭৮ জন অনুগামী নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে পদব্রজে সেখানে এসে পৌঁছন ৫ই এপ্রিল এবং পরের দিন সমুদ্র থেকে একমুঠো নোনা মাটি তুলে আইনভঙ্গ করেন। গান্ধীজীর আইনভঙ্গ করার পরেই সমগ্র দেশে অগণিত মানুষ স্বাধীনতার দাবীতে বিভিন্ন ভাবে আইনভঙ্গ করে। পুলিশি নির্যাতন শুরু হয়ে যায়, গান্ধীজী কারারুদ্ধ হন। সকল নেতা ও অসংখ্য কর্মীকে জেলে বন্দী করা হয়।

লবণ আইন অমান্য করে ডান্ডির তীরে
মহাত্মা গান্ধী লবণ তোলায় রত, ৬ই এপ্রিল, ১৯৩০

কংগ্রেসকে বেআইনি সংগঠন বলে ঘোষণা করা হয়। অত্যাচার চলে আরো নানাভাবে। কিন্তু, আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়নি। শেষ পর্যন্ত সরকার নমিত হয় এবং বড়লাট আরউইন বন্দী গান্ধীজীর সঙ্গে সন্ধি করেন। ঠিক হয়, সরকার অত্যাচার বন্ধ করবে এবং গান্ধীজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি রূপে ভারতবর্ষের দাবী উত্থাপনের জন্য ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন। বিদ্রোহী নেতার সাথে সন্ধি - এ ছিল ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা।

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum Barrackpore

ভারত ছাড়ো আন্দোলন
(৯ই আগস্ট, ১৯৪২ - ২১শে জুন, ১৯৪৫)

ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' অধিবেশন, মুম্বাই, আগস্ট, ১৯৪২

গান্ধীজীর পরামর্শে কংগ্রেস ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাই অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ করে। গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতায় ইংরেজ সরকারকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেন। তা না করলে তিনি দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানাবেন বলে সরকারকে সতর্কী বার্তা দেন। কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এই বারই হবে স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। নেতারা বন্দী হলে প্রত্যেকেই হবেন তাঁর নেতা। হয় মৃত্যু, নয় স্বাধীনতা। এর বিকল্প কর্মীদের কিছু থাকবে না। কর্মীদের মন্ত্র, 'করব, না হয় মরব'। গান্ধীজীর দাবী ছিল যে আন্দোলন ডাকার পূর্বে তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু সরকার তাঁকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে ৯ই আগস্ট ভোর রাতে গ্রেপ্তার করে পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী করে। অন্যান্য নেতারাও বন্দী হন এবং গান্ধীজীর দেওয়া মন্ত্রকে স্মরণ করে সমগ্র ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বাধীনতাকামী মানুষদের পক্ষ থেকে কোথাও কোথাও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে। সরকার গান্ধীজীকেই তার জন্য দায়ী করে। গান্ধীজী সরকারের এই মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদে একুশ দিনের অনশন করবার সিদ্ধান্ত নেন। অনশনের ফলে গান্ধীজীর মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অগ্নি পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৪ সালের ৬ই মে ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়
মুম্বাইতে মহিলাদের একটি পদযাত্রা

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়
মুম্বাইতে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ

কাঁদানে গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত জনতা,
মুম্বাই, ৯ই আগস্ট, ১৯৪২

আগা খাঁ প্রাসাদ, পুনা -
গান্ধীজী এখানে অন্তহীন ছিলেন,
আগস্ট ১৯৪২ - মে, ১৯৪৪

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum
14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum Barrackpore

অমৃত পথযাত্রী

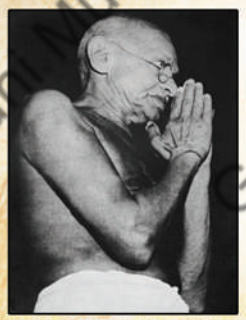

"আমি আত্মীয় এবং অনাত্মীয়, স্বদেশবাসী ও বিদেশী, শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়, হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভারতীয় মুসলমান, পার্শী, ইহুদি, ইত্যাদিদের মধ্যে কোন বৈষম্যকে মানি না, সব মানুষই ভাই-ভাই এবং কোন মানুষই অন্যের কাছে অপরিচিত নয়। সকলের কল্যাণ, সর্বোদয় আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত...."

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। কিন্তু তা ভারত ও পাকিস্তান দুই ভিন্ন রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। সমগ্র দেশ জুড়ে যখন দেশের মানুষ স্বাধীনতার আনন্দে উল্লসিত তখন গান্ধীজী কলকাতার বেলেঘাটায় প্রার্থনা আর উপবাসের মধ্য দিয়ে দিনটিকে অতিবাহিত করেন। কারণ দেশ ভাগের জন্য গান্ধীজীর মন ছিল ভারাক্রান্ত। স্বাধীনতা দিবসের কিছুদিন আগেই কলকাতায় নতুন করে দাঙ্গা শুরু হয়। গান্ধীজীর উপস্থিতি কলকাতায় শান্তি ফিরিয়ে আনে। হিন্দু মুসলমানের এক অভূতপূর্ণ মিলন দেখা যায় স্বাধীনতার দিনটিতে। কিন্তু এ ছিল সাময়িক। পনের দিন পরেই আবার দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করেন ১লা সেপ্টেম্বর। এর প্রভাবে শান্তি ফিরে আসে কলকাতায়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দিল্লীর লালকেল্লায় উত্তোলিত স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা

দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতা

বেলেঘাটাস্থিত হাইদরী মঞ্জিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা, ১৯৪৭

স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে সত্যাগ্রয়ীর সাময়িক বিরতি ঘটলেও সেই পরীক্ষায় ছিল কিছু সাফল্য, কিছু বা অসাফল্য। কিন্তু তখনও সত্যাগ্রহীর সত্যানুসন্ধানের বিরাম ছিল না। নিঃসঙ্গ পথিক চললেন নতুন সত্যের সন্ধানে।

আমার জীবনই আমার বাণী

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮। গান্ধীজী দিল্লীর বিড়লা হাউস থেকে প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিলেন। প্রার্থনা বেদীতে পৌছাবার আগেই এক আততায়ী তাঁকে গুলিবিদ্ধ করে। গান্ধীজীর জীবন নির্বাপিত হয়।

যে হাতের বাণী লক্ষ লক্ষ হৃদয় স্পর্শ করেছে

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum Barrackpore